দানিয়েলের পুস্তক - সংখ্যা একশ পঁচাশি

ঈশ্বরত্বের মূর্তরূপ: পিতরের গভীর স্বীকারোক্তি ও তার তাৎপর্য

Jeff Pippenger

2024-04-15

যখন পিতর খ্রিস্টের এই প্রশ্নের জবাব দিলেন—'শিষ্যরা খ্রিস্টকে কে বলে?'—তখন তিনি জানালেন যে যীশুই অভিষিক্তজন, খ্রিস্ট, মশীহ। তিনি আরও বলেছিলেন, যীশু ঈশ্বরের পুত্র।

> যখন যীশু কাইসারিয়া ফিলিপ্পীর অঞ্চলে এলেন, তিনি তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, “মানুষেরা বলে, মনুষ্যপুত্র আমি কে?” তারা বলল, “কেউ বলে তুমি বাপ্তিস্মদাতা যোহন; কেউ, এলিয়া; আর অন্যরা বলে, যিরমিয়, অথবা নবীদের একজন।” তিনি তাদের বললেন, “কিন্তু তোমরা আমাকে কে বলো?” তখন শিমোন পিতর উত্তর দিয়ে বলল, “তুমি খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।” যীশু উত্তর দিয়ে তাকে বললেন, “ধন্য তুমি, শিমোন বার-যোনা; কারণ মাংস ও রক্ত এটি তোমাকে প্রকাশ করেনি, বরং স্বর্গস্থ আমার পিতা করেছেন। আর আমিও তোমাকে বলছি, তুমি পিতর; এবং এই শিলার উপর আমি আমার মণ্ডলী স্থাপন করব; আর পাতালের ফটক তার বিরুদ্ধে প্রবল হবে না। আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবি দিবে; পৃথিবীতে তুমি যা কিছু বাঁধবে, তা স্বর্গে বাঁধা হবে; আর পৃথিবীতে তুমি যা কিছু খুলে দেবে, তা স্বর্গে খোলা হবে।” মথি ১৬:১৩-১৯।

পিতরের মাধ্যমে পবিত্র আত্মা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের বোঝার জন্য মৌলিক সত্য উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি তা প্যানিয়ামে করেছিলেন, যা ছিল কাইসারিয়া ফিলিপ্পি। ড্রাগন-উপাসনায় প্যানিয়াম সবচেয়ে পবিত্র মন্দিরস্থল, কারণ গ্রীস বিশ্বকে প্রতিনিধিত্ব করে, আর শেষে কালে বিশ্বের রূপ হলো জাতিসংঘ, যা ড্রাগনের পার্থিব প্রতিনিধি। “নরকের দরজা” গ্রিক ছাগল-দেবতা প্যানের মন্দিরের একটি নাম। মন্দিরটি এমন এক গুহার সামনে নির্মিত ছিল, যেখানে প্যানিয়ামের উৎসধারা ছিল। প্যানিয়ামের সেই উৎসধারা যর্দন নদীকে জোগান দিত, যা খ্রিস্টের প্রতীক।

"জর্ডান" নামের অর্থ "অবতরণকারী", এবং এটি ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলের পার্বত্য অঞ্চলে তার গতিপথ শুরু করে; এর প্রধান উৎস আসে হার্মোন পর্বতের প্রস্রবণগুলি থেকে—হার্মোন পর্বত হার্মোন পর্বতমালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ—যেখানে "নরকের দ্বার" নামে পরিচিত একটি প্রস্রবণ অবস্থিত। "হার্মোন" শব্দের অর্থ "পবিত্র" এবং "জর্ডান" শব্দের অর্থ "অবতরণ করা"। জর্ডান নদী হার্মোন পর্বতের উচ্চভূমি থেকে প্রবাহিত হয়ে জর্ডান রিফ্ট উপত্যকা বেয়ে নেমে শেষে পর্যন্ত মৃত সাগরে পৌঁছে, যা পৃথিবীর পৃষ্ঠের সর্বনিম্ন স্থান।

যে জলধারাগুলো যর্দন নদীকে পুষ্ট করে, সেগুলোর উৎপত্তি প্যান দেবতার মন্দিরে, এবং যা শেষে পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বনিম্ন স্থানে পৌঁছে, সেগুলো প্রতীকায়িত করে সেই অবতরণকে যা ঈশ্বরপুত্র করেছিলেন, যখন তিনি সর্বোচ্চ পবিত্র পর্বত ত্যাগ করে এই বিশ্বের সর্বনিম্ন "মৃত সাগর"-এ অবতীর্ণ হলেন। খ্রিস্টের স্বর্গ থেকে ক্রুশের মৃত্যুর দিকে অবতরণ আরও বোঝায় যে তিনি পতিত মানুষের দেহে ধারণ করেছিলেন, কারণ স্বর্গ থেকে ক্রুশ পর্যন্ত তাঁর যাত্রা পুষ্ট হয়েছিল সেই জলধারাগুলোর দ্বারা, যেগুলোর উৎপত্তি ছিল "নরকের ফটকে"।

মৃত সাগর শুধু পৃথিবীর সর্বনিম্ন স্থানই নয়, এটি পৃথিবীর সবচেয়ে লবণাক্ত জলাশয়ও—মহাসাগরের চেয়ে নয় গুণ বেশি লবণাক্ত। ক্রুশে খ্রিস্টের মৃত্যু, যা মৃত সাগর দ্বারা প্রতীকায়িত, সেখানেই তিনি অনেকের সঙ্গে তাঁর চুক্তি নিশ্চিত করেছিলেন।

> আর তোমার খাদ্য নিবেদনের প্রত্যেক নিবেদন তুমি লবণ দিয়ে করবে; আর তুমি যেন তোমার ঈশ্বরের চুক্তির লবণকে তোমার খাদ্য নিবেদন থেকে অনুপস্থিত হতে না দাও; তোমার সব নিবেদনের সঙ্গে তুমি লবণ দেবে। লেবীয় পুস্তক ২:৩।

হারমোন পর্বতের উৎসধারা থেকে যাত্রাপথে, জর্ডান নদী গালিল সাগরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, যাকে তিবেরিয়াস হ্রদ এবং কিন্নেরেত হ্রদ নামেও ডাকা হয়। 'গালিল' শব্দের অর্থ 'কব্জা' বা 'মোড় ঘোরার বিন্দু'। 'তিবেরিয়াস' হলো অগাস্টাস সিজারের পরবর্তী রোমান শাসকের নাম, এবং হ্রদের আকৃতির কারণে এটিকে 'কিন্নেরেত' বলা হয়, যার অর্থ 'একটি বীণা' বা 'একটি লিয়ার'। মানবজাতির জন্য মোড় ঘোরার মুহূর্ত ছিল যখন তিবেরিয়াস সিজার শাসন করছিলেন এবং যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল, আর স্বর্গের প্রতিটি বীণা নীরব হয়ে গিয়েছিল। জর্ডান নদীর ভৌগোলিক সাক্ষ্য, 'নরকের ফটক'—অর্থাৎ গ্রিক দেবতা প্যানের মন্দির—এর সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে, সেই সাক্ষ্যের কথাই বলে, যা পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় পিতর ঘোষণা করেছিলেন।

খ্রিস্টের অবতারগ্রহণ ছিল ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের মিলন, যা ঘটেছিল তখন, যখন ঈশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র নিজেই মানব দেহে গ্রহণ করলেন; এভাবে ঈশ্বরত্বের সঙ্গে মানবত্বের মিলন ঘটল, যার প্রতীক হলো প্যানের উৎস থেকে প্রবাহিত জল, যা যর্দন নদীতে জল সরবরাহ করত। প্যানের সেই উৎসকে জোগান দিত হার্মোনের পর্বতমালায় পতিত শিশির, বৃষ্টি ও তুষার; হার্মোন প্রতিনিধিত্ব করে 'পবিত্র' পর্বতকে, যা হলো ঊর্ধ্বস্থ যিরূশালেম।

> দাউদের আরোহণের গান। দেখো, ভাইয়েরা ঐক্যে একসঙ্গে বাস করা কত ভালো, কত মনোরম! এটি সেই মূল্যবান তেলের মতো যা মাথায় ঢালা হয়েছিল, যা দাড়ি বেয়ে নেমে এসেছিল—হারুনের দাড়ি পর্যন্ত—এবং তার পোশাকের কিনারা পর্যন্ত গড়িয়ে গিয়েছিল; যেমন হেরমন পর্বতের শিশির, এবং যেমন সিয়োনের পর্বতগুলোর ওপর নেমে আসা শিশির; কারণ সেখানে প্রভু আশীর্বাদ আদেশ করেছেন—অর্থাৎ চিরকালীন জীবন। গীতসংহিতা 133:1-3.

হারুনের দাড়ি বেয়ে নেমে আসা সেই "মূল্যবান সুগন্ধি তেল" ছিল সেই তেল, যা ব্যবহার করা হয়েছিল যখন তিনি ও তাঁর পুত্ররা ঈশ্বরের যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছিলেন।

> আর তুমি বেদীর ওপর যে রক্ত আছে, এবং অভিষেকের তেল, তা নিয়ে হারুনের ওপর, তার বস্ত্রের ওপর, তার পুত্রদের ওপর, এবং তার সঙ্গে তার পুত্রদের বস্ত্রের ওপর তা ছিটিয়ে দেবে; আর সে, তার বস্ত্রসমূহ, তার পুত্ররা, এবং তার সঙ্গে তার পুত্রদের বস্ত্রসমূহ পবিত্র হবে। নির্গমন ২৯:২১।

পিতর সকল শিষ্যের স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করেছিলেন, এবং এভাবে তিনি সেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের স্বীকারোক্তিও ব্যক্ত করেছিলেন, যাদেরকে ঐক্যবদ্ধ যাজকত্ব হিসেবে অভিষিক্ত করা হবে এবং একটি পিতাকারূপে উচ্চে উত্তোলিত করা হবে। যে "তেল" দ্বারা হারুনকে অভিষেক করা হয়েছিল, তা ছিল হারমোন পর্বতের শিশিরের ন্যায় এবং সিয়োনের পর্বতমালার শিশিরের ন্যায়ও। "তেল" এবং "শিশির" সেই বার্তা, যা পবিত্র আত্মার অভিষেককে প্রতিনিধিত্ব করে।

> হে স্বর্গসমূহ, কর্ণপাত কর, আমি বলব; হে পৃথিবী, আমার মুখের কথা শুনো। আমার শিক্ষা বৃষ্টির মতো ঝরে পড়বে, আমার বাক্য শিশিরের মতো নেমে আসবে—কোমল অঙ্কুরের উপর মিহি বৃষ্টির মতো, আর ঘাসের উপর বৃষ্টিধারার মতো। কারণ আমি সদাপ্রভুর নাম ঘোষণা করব; তোমরা আমাদের ঈশ্বরকে মহান বলে স্বীকার করো। ব্যবস্থাবিবরণ ৩২:১–৩।

"শিশির" হলো সেই "শিক্ষা" যা সিয়োনের পর্বতসমূহে পড়ে, এবং সেটিই অভিষেকের "তেল" যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে ঐক্যবদ্ধ করে—তারা শেষ দিনে ঈশ্বরের যাজক। শিক্ষা বৃষ্টির মতো ঝরে, এবং তা "প্রকাশিত" বলে শিশিরের মতো ঘনীভূত হয়। এটি প্রকাশিত হয়, কারণ এক ঐক্যবদ্ধ যাজকত্বের মাধ্যমে—যারা পতাকাস্বরূপ—আকাশ ও পৃথিবী তাঁর মুখের বাক্য শোনার জন্য কর্ণপাত করবে, এবং তারা মধ্যরাতের আহ্বান ও উচ্চ আহ্বানের বার্তাসমূহ ঘোষণা করে।

> পর্বতসমূহের উপর কত সুন্দর তার পা, যে সুসংবাদ আনে, যে শান্তি ঘোষণা করে; যে মঙ্গলের সুসংবাদ আনে, যে পরিত্রাণ ঘোষণা করে; যে সিয়োনকে বলে, 'তোমার ঈশ্বর রাজত্ব করছেন!' তোমার প্রহরীরা কণ্ঠস্বর উঁচু করবে; তারা একসঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গান গাইবে; কারণ প্রভু যখন সিয়োনকে ফিরিয়ে আনবেন, তখন তারা চোখে চোখে দেখবে। হে যিরূশালেমের ধ্বংসস্তূপসমূহ, আনন্দে ফেটে পড়ো, একসঙ্গে গান করো; কারণ প্রভু তাঁর প্রজাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন; তিনি যিরূশালেমকে মুক্ত করেছেন। প্রভু সকল জাতির চোখের সামনে তাঁর পবিত্র বাহু উন্মুক্ত করেছেন; এবং পৃথিবীর সকল প্রান্তদেশ আমাদের ঈশ্বরের পরিত্রাণ দেখবে। ইশাইয়া ৫২:৭-১০।

শেষ কালের প্রহরীরা, যাঁদের প্রতিনিধিত্ব করেন পিতর, উদ্ধার ও শান্তির কথা প্রচার করেন, এবং তারা ঐক্যবদ্ধ হবে, কারণ তারা পরস্পর চোখে চোখ মিলিয়ে দেখবে। এটি ঘটে যখন "প্রভু আবার সিয়োনকে আনেন।" হিব্রুতে "আবার আনা" হিসেবে অনূদিত শব্দটির অর্থ "উল্টে দেওয়া"। যখন প্রভু সিয়োনের অবস্থা পাল্টে দেন, তার অর্থ সিয়োন বন্দিদশায় ছিল, যেমন ছত্রভঙ্গ দ্বারা তা প্রকাশ পেয়েছে, এবং বন্দিদশা শেষ হলে সেই অবস্থাই পাল্টে যায়।

> কারণ প্রভু এই কথা বলেন: বাবিলনে সত্তর বছর পূর্ণ হবার পরে আমি তোমাদের পরিদর্শন করব, আর তোমাদের বিষয়ে আমার কল্যাণকর বাক্য পূর্ণ করব—এই স্থানে তোমাদের ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে। কারণ তোমাদের বিষয়ে আমি যে চিন্তাগুলি করি, তা আমি জানি, প্রভু বলেন—সেগুলি শান্তির চিন্তা, মন্দের নয়—যাতে আমি তোমাদের আশানুরূপ পরিণতি দিই। তারপর তোমরা আমাকে আহ্বান করবে, এবং গিয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করবে, আর আমি তোমাদের কথা শুনব। আর তোমরা আমাকে খুঁজবে, এবং আমাকে পাবে, যখন তোমরা সমগ্র হৃদয় দিয়ে আমাকে অনুসন্ধান করবে। প্রভু বলেন, আমি তোমাদের কাছে পাওয়া যাব; এবং আমি তোমাদের বন্দিদশা থেকে ফিরিয়ে আনব, এবং যেসব জাতির মধ্য থেকে ও যেসব স্থানে আমি তোমাদের তাড়িয়ে দিয়েছি, সেখান থেকে আমি তোমাদের সমবেত করব, প্রভু বলেন; এবং যেখান থেকে আমি তোমাদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়া ঘটিয়েছিলাম, আমি আবার তোমাদের সেই স্থানে ফিরিয়ে আনব। যিরমিয় ২৯:১০-১৪।

সব নবীই শেষ দিনগুলোর কথা বলছেন, আর সেই শেষ দিনগুলোতে তাঁর লোকেরা এমন এক বন্দিদশায় থাকবে, যেখান থেকে তাঁদের মুক্তি দেওয়া হবে, যাতে ভবিষ্যদ্বাণীর সাক্ষ্য পূর্ণ হয়।

> প্রভুর কাছ থেকে যিরমিয়ের কাছে যে বাক্য এল, তা এই: ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভু এই কথা বলেন: আমি তোমাকে যে সমস্ত কথা বলেছি, সেগুলো একটি পুস্তকে লিখে রাখ। কারণ দেখ, দিন আসছে, প্রভু বলেন, যখন আমি আমার লোক ইস্রায়েল ও যিহূদাকে বন্দিদশা থেকে ফিরিয়ে আনব, প্রভু বলেন; এবং আমি তাদের সেই দেশে ফিরিয়ে আনব, যা আমি তাদের পিতৃপুরুষদের দিয়েছিলাম, এবং তারা তা অধিকার করবে। যিরমিয় ৩০:১–৩।

সাড়ে তিন দিন ঘুমিয়ে থাকার পর, যেমন লাজারুস চার দিন ঘুমিয়েছিল এবং দানিয়েল একুশ দিন শোক করেছিলেন, মিকায়েল তাঁর অন্তিম দিনের জনগণ—সেই দুইজন সাক্ষীকে—পুনরুত্থিত করেন, তাদের ঐক্যে আনেন এবং সারা পৃথিবীজুড়ে প্রচারিত এক বার্তার মাধ্যমে তাদের অভিষেকও করেন। সেই বার্তাটি হলো হেরমোন পর্বতের “শিশির” (পবিত্র পর্বত), যা প্যানের উৎসস্রোতকে পুষ্ট করে, এবং পরে তা যর্দন নদীকে পুষ্ট করে। সেই বার্তার দ্বারা সম্পন্ন অভিষেকটি যীশুর সেই অভিষেকের প্রতিরূপ, যা তাঁর খ্রিস্ট হওয়ার সময়কে চিহ্নিত করেছিল; এই বিষয়টি পিতর চিহ্নিত করেছিলেন।

যখন পিতর খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে স্বীকার করলেন, তখন তিনি খ্রিীষ্টকে একই সঙ্গে ঈশ্বরের পুত্র ও মনুষ্যপুত্র হিসেবে উপস্থাপন করলেন, যেমনটি যির্দন নদীকে পুষ্ট করা "নরকের ফটক"-এর জলের দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছিল। পিতরের সেই স্বীকারোক্তি ছিল পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় উদ্ভূত, এবং সেটেই ছিল সেই সত্য, যে যীশুই খ্রীষ্ট, অর্থাৎ অভিষিক্ত, এবং তিনি একই সঙ্গে ঈশ্বর ও মানুষ, যে সত্যকে যীশু চিহ্নিত করেছিলেন ঈশ্বরের অন্তিমকালের লোকদের বিরুদ্ধে চলা যুদ্ধে আক্রমণের মূল লক্ষ্য হিসেবে; আর খ্রীষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তারা বিজয়ী হবে, কারণ "নরকের ফটক" এই সত্যকে পরাস্ত করতে পারবে না।

সত্য এই যে, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, যেমন যিশু তাঁর বাপ্তিস্মের সময় অভিষিক্ত হয়েছিলেন, তেমনি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলকরণ শুরু হয়েছিল, এবং সেই ইতিহাসে এমন একটি হতাশা ঘটবে যা তাঁর অন্তিমকালের লোকদের নিধন করবে, যতক্ষণ না তিনি তাদের পুনরুত্থিত করেন এবং তাদের বন্দিদশা থেকে মুক্ত করেন। পুনরুত্থানের প্রক্রিয়ায় তাঁর লোকদের একত্র করে এক শক্তিশালী সেনাদলে পরিণত করা অন্তর্ভুক্ত, যাকে পতাকাস্বরূপ উত্তোলন করা হয়। রাস্তায় মৃত্যুর পর তাদের পুনরুত্থিত করা, শুদ্ধ করা, একীভূত করা এবং উত্তোলনের এই কাজটি দানিয়েল গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের দশ থেকে পনেরো পদে যেমন চিত্রিত হয়েছে, তেমনি বাইবেলের অন্যান্য অংশেও। কিন্তু তেরো থেকে পনেরো পদে খ্রিস্ট আবারও তাঁর শিষ্যদের কাইসারিয়া ফিলিপ্পিতে, পানিয়ুমে নিয়ে এসেছেন, এবং সেখানেই ঈশ্বরের সীল চিরকালের জন্য মুদ্রিত হয়।

শুধু যখন আমরা এই তথ্যগুলির গভীরতা অনুধাবন করি, তখনই আমরা কাইসারিয়া ফিলিপ্পির সাক্ষ্যে নিহিত সত্যের উদ্ঘাটনসমূহকে চিনতে পারি। ম্যাথিউয়ের ষোড়শ অধ্যায়ের আঠারো নম্বর পদে সাইমন বারযোনার নামটি পরিবর্তিত হয়ে পিটার হয়, যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে প্রতীকায়িত করে, যেমনটি সম্প্রতি প্রকাশিত এক নিবন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পদটিতে প্রতিষ্ঠিত গাণিতিক উদ্ঘাটনটি যিশুকে "অদ্ভুত গণনাকারী" হিসেবে মহিমান্বিত করে; কারণ শুধু যে পিটারকে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে বোঝা যায় তা-ই নয়, ম্যাথিউ 16:18 নিজেও "ফাই" নামের গাণিতিক প্রতীকের প্রতিরূপ।

'ফাই'–সম্পর্কিত গণিত আলোচনায় প্রবেশ করার আগে লক্ষণীয় যে 'ফাই' হলো 'ফিলিপ্পী' শব্দের একটি অংশ; আর 'ফিলিপ্পী' পানিয়ুম নগরের দুটি নামের মধ্যে দ্বিতীয়টি। আঠারো নম্বর পদে উল্লেখ আছে যে যিশু পিতরের সঙ্গে হিব্রু ভাষায় কথা বলছিলেন; তা গ্রিক ভাষায় লিপিবিদ্ধ হয় এবং পরে ইংরেজিতে অনূদিত হয়। এই তিনটি ধাপ তাঁর বাক্যের উপর খ্রিষ্টের নিয়ন্ত্রণকেই নির্দেশ করে। যখন শব্দটিকে অক্ষরগুলির ক্রমিক স্থানসংখ্যাগুলি পরস্পর গুণ করার গাণিতিক পদ্ধতিতে বিবেচনা করা হয়, তখন প্রতীয়মান হয় যে 'পিতর' নামটি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সমতুল্য; ফলে জোর দিয়ে প্রতিপন্ন হয় যে যিশু 'বিস্ময়কর গণনাকারী'। সেই একই পদে, যেখানে যিশু ঘোষণা করেন যে তিনি তাঁর কলীসিয়া নির্মাণ করবেন, 'বিস্ময়কর গণনাকারী' অনুবাদ প্রক্রিয়াটিকে নিয়ন্ত্রণ করছিলেন, যাতে ষোড়শ অধ্যায়ের আঠারো নম্বর পদে উপস্থাপিত সত্যটি 'ফাই' নামক গাণিতিক প্রতীককে প্রতিনিধিত্ব করে।

> আর আমি তোমাকে এও বলছি যে, তুমি পিতর; এবং এই শিলার উপর আমি আমার মণ্ডলী নির্মাণ করব; এবং পাতাললোকের দ্বারসমূহ তার বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে না। মথি ১৬:১৮।

তাঁর গির্জা শুধুমাত্র এই মতবাদের ওপরই প্রতিষ্ঠিত নয় যে যীশুই খ্রিষ্ট এবং তিনি ঈশ্বরের পুত্র, বরং এ-সত্যের ওপরও যে তিনি সেই বাক্য, আর সেই বাক্যই গণিত, ব্যাকরণ এবং মানুষের কাজকর্মসহ সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছে ও নিয়ন্ত্রণ করে।

> যাঁর মধ্যে আমরাও উত্তরাধিকার লাভ করেছি, আমরা পূর্বনির্ধারিত হয়েছি তাঁর উদ্দেশ্য অনুসারে, যিনি তাঁর নিজ ইচ্ছার পরামর্শ অনুযায়ী সবকিছু কার্যকর করেন। এফিসীয় ১:১১।

ফাই, যা প্রায়ই গ্রিক বর্ণ φ (phi) দিয়ে প্রকাশ করা হয়, একটি গাণিতিক ধ্রুবক যা প্রায় 1.618033988749895-এর সমান। এই সংখ্যাটি স্বর্ণ অনুপাত বা দিব্য অনুপাত নামে পরিচিত। এটি একটি "অমূলদ সংখ্যা", অর্থাৎ এটিকে কোনো সরল ভগ্নাংশ হিসেবে প্রকাশ করা যায় না, এবং এর দশমিক রূপ অসীম পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি ছাড়াই চলতে থাকে।

স্বর্ণ অনুপাতের বহু উল্লেখযোগ্য গুণাবলি রয়েছে এবং এটি গণিত, শিল্প, স্থাপত্য, প্রকৃতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে দেখা যায়। এটি প্রায়ই আয়তক্ষেত্র, পঞ্চভুজ ও ডোডেকাহেড্রনের মতো জ্যামিতিক আকারে পাওয়া যায়, যেখানে দীর্ঘতর বাহু ও ক্ষুদ্রতর বাহুর অনুপাত ফাই-এর সমান।

শিল্প ও স্থাপত্যে স্বর্ণ অনুপাতকে দৃষ্টিনন্দন অনুপাত সৃষ্টি করে বলে মনে করা হয়। প্রাচীন সভ্যতা থেকে রেনেসাঁ ও তারও পরে পর্যন্ত ইতিহাসজুড়ে, কম্পোজিশন, ভবন এবং শিল্পকর্ম নকশা করতে শিল্পী ও স্থপতিরা এটি ব্যবহার করেছেন। গণিতে, স্বর্ণ অনুপাত বিভিন্ন গাণিতিক সমীকরণ ও ধারায় দেখা যায়, যার মধ্যে ফিবোনাচ্চি ধারা রয়েছে, যেখানে প্রতিটি পদ পূর্ববর্তী দুই পদের যোগফল। ফিবোনাচ্চি ধারার পদগুলি বাড়তে থাকলে, পরপর দুই পদের অনুপাত ফাই-এর দিকে ধাবিত হয়।

পদ ১৬:১৮-এ আমরা গণিতের ফাই (১.৬১৮...) পাই। যীশু, সেই ঈশ্বর "যিনি নিজের ইচ্ছার পরামর্শ অনুসারে সব কিছু কার্যকর করেন," শেষ দিনে নরকের দ্বারের বিরুদ্ধে তাঁর মণ্ডলীর যুদ্ধক্ষেত্রকে চিহ্নিত করে এমন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ভূগোলে, 'পালমনি'—'অদ্ভুত সংখ্যা', অথবা 'রহস্যের গণনাকারী'—হিসেবে তাঁর স্বাক্ষর স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক যুদ্ধক্ষেত্রে, সংখ্যার ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, তিনি 'পিতর'-এর

মাধ্যমে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে প্রতিনিধিত্ব করলেন; যার নাম ‘শিমোন’—যে পায়রার বার্তা শোনে—থেকে বদলে ‘পিতর’ রাখা হয়েছিল; এভাবে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে তিনি তাঁর শেষ দিনের চুক্তিবিদ্ধ জনগণ হিসেবে চিহ্নিত করলেন।

তিনি তাঁর মণ্ডলী নির্মাণের জন্য যে "শিলা" বেছে নিয়েছিলেন, সেটিই হলো ভিত্তিপ্রস্তর—লেবীয় পুস্তক ছাব্বিশের "সাত গুণ"-এর ভিত্তি ও প্রধান কোণার প্রস্তর—কারণ খ্রিস্ট ব্যতীত কোনো সত্য ভিত্তি নেই। খ্রিস্টের বাপ্তিস্ম থেকে, যখন শিমোন "শুনেছিল" পায়রার বার্তা, মৃত সাগরের ক্রুশ পর্যন্ত, বারোশো ষাট দিন ধরে প্রতিদিন দুবার সকাল ও সন্ধ্যার বলিদান ছিল, শুধু সেই বারোশো ষাট দিনের শেষ দিনটি বাদে; কারণ সেদিন সন্ধ্যার বলি যাজকের হাত থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, এবং ক্রুশে খ্রিস্ট মারা গেলেন দুই হাজার পাঁচশ বিশতম বলি হিসেবে।

> "সবই আতঙ্ক আর বিভ্রান্তি। যাজক বলির প্রাণীটিকে জবাই করতে উদ্যত; কিন্তু তার শক্তিহীন হাত থেকে ছুরি পড়ে যায়, আর মেষশাবকটি পালিয়ে যায়। ঈশ্বরের পুত্রের মৃত্যুর মধ্যে রূপের সঙ্গে প্রতিরূপের মিলন ঘটেছে। মহান বলিদান সম্পন্ন হয়েছে। পবিত্রতম স্থানে যাওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। সবার জন্য একটি নতুন ও জীবন্ত পথ প্রস্তুত হয়েছে। পাপী ও শোকাকুল মানবজাতিকে আর মহাযাজকের আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না।" The Desire of Ages, 757.

তিনি যে "শিলা"-র উপর তাঁর মণ্ডলী নির্মাণ করবেন বলে বলেছেন, সেই "শিলা"ই নির্মাতাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত ভিত্তিপ্রস্তর; তার সংখ্যা হলো "দুই হাজার পাঁচশো কুড়ি"। এক সংক্ষিপ্ত পদে খ্রিস্ট নিজেকে সকল কিছুর প্রভু হিসেবে উপস্থাপন করেন, এবং যখন তিনি তা করেন তিনি দাঁড়িয়ে দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ের তেরো থেকে পনেরো নম্বর পদে কথা বলছেন।

> আর আমি তোমাকে এও বলছি যে, তুমি পিতর; এবং এই শিলার উপর আমি আমার মণ্ডলী নির্মাণ করব; এবং পাতাললোকের দ্বারসমূহ তার বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে না। মথি ১৬:১৮।

পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

> 'গুপ্ত বিষয়সমূহ আমাদের প্রভু ঈশ্বরেরই; কিন্তু যেগুলি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি আমাদের ও আমাদের সন্তানদের চিরকাল।' ব্যবস্থাবিবরণ ২৯:২৯। ঈশ্বর কীভাবে সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন করেছিলেন, তা তিনি কখনো মানুষকে প্রকাশ করেননি; মানব বিজ্ঞান সর্বোচ্চের রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারে না। তাঁর সৃষ্টিশক্তি তাঁর অস্তিত্বের মতোই অবোধ্য।
>
> ঈশ্বর বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় বিশ্বের ওপর আলোর এক প্লাবন বর্ষিত হতে দিয়েছেন; কিন্তু যখন তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা কেবল মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এসব বিষয়ে আলোচনা করেন, তারা অবধারিতভাবে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ঈশ্বরের বাক্য যা প্রকাশ করেছে তার বাইরে কল্পনা করা নির্দোষ হতে পারে, যদি আমাদের তত্ত্বগুলো ধর্মশাস্ত্রে পাওয়া সত্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হয়; কিন্তু যারা ঈশ্বরের বাক্য ত্যাগ করে এবং তাঁর সৃষ্ট কর্মসমূহকে বৈজ্ঞানিক নীতির ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করতে চান, তারা মানচিত্র ও কম্পাসহীন অজানা সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছেন। শ্রেষ্ঠতম মস্তিষ্কও, যদি তাদের অনুসন্ধানে ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা পরিচালিত না হয়, বিজ্ঞান ও ঐশী প্রকাশের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুসন্ধানের প্রয়াসে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। যেহেতু স্রষ্টা ও তাঁর

কর্মসমূহ তাদের অনুধাবনের এত বাইরে যে তারা প্রাকৃতিক নিয়ম দিয়ে এগুলো ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ, তাই তারা বাইবেলের ইতিহাসকে অবিশ্বস্ত মনে করে। পুরাতন ও নতুন নিয়মের লেখাবলির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে যারা সন্দেহ করে, তারা আরও এক ধাপ এগিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়েই সন্দেহ করবে; আর তখন, নোঙর হারিয়ে, তারা অবিশ্বাসের পাথরের ওপর দিশাহীনভাবে ধাক্কা খেতে থাকে।

এই লোকেরা বিশ্বাসের সরলতা হারিয়েছে। ঈশ্বরের পবিত্র বাক্যের ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব সম্পর্কে দৃঢ় ও স্থির বিশ্বাস থাকা উচিত। বাইবেলকে মানুষের বিজ্ঞান-বিষয়ক ধারণা দিয়ে পরীক্ষা করা যায় না। মানববিজ্ঞান একটি অবিশ্বস্ত পথপ্রদর্শক। যারা খুঁত ধরার উদ্দেশ্যে বাইবেল পড়ে এমন সন্দেহবাদীরা, বিজ্ঞান বা প্রকাশ—যেকোনো একটির অপূর্ণ বোঝার কারণে তাদের মধ্যে বিরোধ আছে বলে দাবি করতে পারে; কিন্তু সঠিকভাবে বোঝা হলে, তারা সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। মোশি ঈশ্বরের আত্মার দিশানির্দেশে লিখেছিলেন, আর ভূতত্ত্বের কোনো সঠিক তত্ত্ব কখনো এমন আবিষ্কারের দাবি করবে না, যা তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায় না। সত্য, তা প্রকৃতির হোক বা প্রকাশের, তার সব প্রকাশে নিজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

ঈশ্বরের বাণীতে অনেক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, যার উত্তর অত্যন্ত বিদগ্ধ পণ্ডিতেরাও কখনো দিতে পারেন না। এই বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় আমাদের দেখানোর জন্য যে, দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ বিষয়গুলোর মধ্যেও কত কিছু আছে, যা সসীম মানববুদ্ধি, মানুষ যে জ্ঞান নিয়ে এত গর্ব করে তা সত্ত্বেও, কখনো পুরোপুরি বুঝতে পারে না।

তবু বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে তাঁরা ঈশ্বরের প্রজ্ঞা—তিনি যা করছেন বা করতে পারেন—তা অনুধাবন করতে পারেন। ব্যাপকভাবে এই ধারণা প্রচলিত যে তিনি নাকি নিজেরই প্রণীত বিধানের দ্বারা সীমাবদ্ধ। মানুষ হয় তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করে, নয়তো উপেক্ষা করে; অথবা মনে করে যে সবকিছু ব্যাখ্যা করা যায়—এমনকি মানবহৃদয়ে তাঁর আত্মার ক্রিয়া পর্যন্ত; এবং তারা আর তাঁর নামকে শ্রদ্ধা করে না, তাঁর শক্তিকে ভয়ও করে না। তারা অতিপ্রাকৃতকে মানে না, কারণ তারা ঈশ্বরের বিধান বা সেগুলোর মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা কার্যকর করার অসীম ক্ষমতা বুঝতে পারে না। সাধারণ কথায়, 'প্রকৃতির আইন' বলতে বোঝায় ভৌত জগতকে শাসনকারী বিধি সম্পর্কে মানুষ যতটুকু আবিষ্কার করতে পেরেছে; কিন্তু তাদের জ্ঞান কত সীমিত, আর কত বিস্তৃত সেই ক্ষেত্র যেখানে স্রষ্টা তাঁর নিজস্ব বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করতে পারেন, তবু যা সসীম সত্তার বোধের সম্পূর্ণ অতীত!

অনেকেই শিক্ষা দেন যে জড়বস্তুর মধ্যে জীবনীশক্তি রয়েছে—যে কিছু গুণ বস্তুতে সংযোজিত করা হয়েছে, এবং পরে সেটিকে তার নিজস্ব অন্তর্নিহিত শক্তির দ্বারা কাজ করতে ছেড়ে দেওয়া হয়; এবং যে প্রকৃতির কার্যাবলি স্থির বিধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিচালিত হয়, যেগুলিতে স্বয়ং ঈশ্বরও হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। এটি মিথ্যা বিজ্ঞান, এবং ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা সমর্থিত নয়। প্রকৃতি তার স্রষ্টার দাসী। ঈশ্বর তাঁর বিধিগুলোকে বাতিল করেন না বা তাদের বিরুদ্ধেও কাজ করেন না, বরং তিনি অবিরত সেগুলোকে তাঁর উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেন। প্রকৃতি সাক্ষ্য দেয় এক বুদ্ধিমত্তার, এক উপস্থিতির, এক সক্রিয় শক্তির, যা তার বিধিগুলির মধ্যে ও মাধ্যমে কাজ করে। প্রকৃতিতে পিতার ও পুত্রের নিরন্তর কার্যকলাপ বিদ্যমান। খ্রিস্ট বলেন, 'আমার পিতা আজও কাজ করেন, আমিও কাজ করি।' যোহন ৫:১৭।

লেবীয়েরা, নেহেমিয়ার লিপিবদ্ধ তাদের স্তবগীতে, গান করেছিল, 'তুমি, তুমিই একমাত্র প্রভু; তুমি স্বর্গ, স্বর্গের স্বর্গসমূহ, তাদের সমস্ত বাহিনীসহ, পৃথিবী ও তাতে যা কিছু আছে, ... এবং তুমি তাদের সকলকে রক্ষা কর।' নেহেমিয়া ৯:৬। এই পৃথিবীর বিষয়ে, ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ম সমাপ্ত হয়েছে। কারণ 'জগতের ভিত্তি স্থাপনের সময় হতেই কর্মসমূহ সম্পন্ন হয়ে গেছে।' ইব্রীয় ৪:৩। কিন্তু তাঁর সৃষ্ট বস্তুকে স্থির রাখার জন্য তাঁর শক্তি এখনও কার্যকর। একবার চালু করা যন্ত্রব্যবস্থা নিজস্ব অন্তর্নিহিত শক্তিতে নিজে থেকেই ক্রিয়াশীল থাকে বলে নাড়ি স্পন্দিত হয় এবং শ্বাসের পর শ্বাস চলে—বিষয়টি এমন নয়; বরং প্রতিটি শ্বাস, হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন, সেই সর্বব্যাপী যত্নের প্রমাণ, যাঁর মধ্যে 'আমরা বাস করি, চলি-ফিরি, এবং অস্তিত্ব পাই।' প্রেরিতদের কাজ ১৭:২৮। প্রতিবছর পৃথিবী যে তার দান ফলায় এবং সূর্যের চারদিকে তার গতি অব্যাহত রাখে, তা তার অন্তর্নিহিত শক্তির কারণে নয়। ঈশ্বরের হাত গ্রহগুলিকে পরিচালনা করে এবং স্বর্গমণ্ডলে তাদের সুশৃঙ্খল অগ্রযাত্রায় তাদের অবস্থান স্থির রাখে। তিনি 'তাদের বাহিনীকে সংখ্যা অনুযায়ী বাহির করেন; তিনি তাঁর পরাক্রমের মহিমায় তাদের প্রত্যেককে নামে নামে ডাকেন; কারণ তিনি শক্তিতে বলবান; একজনও ব্যর্থ হয় না।' যিশাইয় ৪০:২৬। তাঁর শক্তির দ্বারাই উদ্ভিদজীবন বিকশিত হয়, পাতা বেরোয় এবং ফুল ফোটে। তিনি 'পর্বতমালা উপর ঘাস জন্মান' (গীতসংহিতা ১৪৭:৮), এবং তাঁরই দ্বারা উপত্যকাগুলি উর্বর হয়। 'বনের সমস্ত পশু ... তাদের খাদ্য ঈশ্বরের কাছে খোঁজে,' এবং ক্ষুদ্রতম পতঙ্গ থেকে মানুষ পর্যন্ত, প্রত্যেক জীবিত সত্তা প্রতিদিনই তাঁর বিধানময় যত্নের ওপর নির্ভরশীল। গীতিকারের সুন্দর কথায়, 'এরা সকলে তোমার প্রতীক্ষায় থাকে.... তুমি যা দাও, তারা তা সংগ্রহ করে; তুমি তোমার হাত খুললে, তারা মঙ্গল দ্বারা পরিপূর্ণ হয়।' গীতসংহিতা ১০৪:২০, ২১, ২৭, ২৮। তাঁর বাক্য প্রকৃতির উপাদানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে; তিনি আকাশকে মেঘে আচ্ছন্ন করেন এবং পৃথিবীর জন্য বৃষ্টি প্রস্তুত করেন। 'তিনি পশমের মতো তুষার দেন; তিনি হিমশিশিরকে ছাইয়ের মতো ছড়িয়ে দেন।' গীতসংহিতা ১৪৭:১৬। 'তিনি যখন তাঁর স্বর উচ্চারণ করেন, আকাশে জলের প্রাচুর্য ঘটে, এবং তিনি পৃথিবীর প্রান্তসমূহ থেকে বাষ্পকে উত্থিত করেন; তিনি বিদ্যুৎসহ বৃষ্টি ঘটান, এবং তাঁর ভাণ্ডার থেকে বায়ু বাহির করেন।' যিরমিয় ১০:১৩।

"ঈশ্বরই সবকিছুর ভিত্তি। সমস্ত সত্য বিজ্ঞান তাঁর কর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ; সমস্ত সত্য শিক্ষা তাঁর শাসনের প্রতি অনুগত্যে নিয়ে যায়। বিজ্ঞান আমাদের দৃষ্টির সামনে নতুন নতুন বিস্ময় উন্মোচন করে; সে উচ্চে উড়ে, এবং নতুন গভীরতা অন্বেষণ করে; কিন্তু তার গবেষণা থেকে এমন কিছুই আনে না যা ঐশ্বরিক প্রকাশের সঙ্গে সংঘর্ষ করে। অজ্ঞতা বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে ঈশ্বর সম্পর্কে ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করতে চাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির গ্রন্থ এবং লিখিত বাক্য পরস্পরের উপর আলো ফেলে। এইভাবে আমরা সৃষ্টিকর্তাকে আরাধনা করতে এবং তাঁর বাক্যে যুক্তিসংগত আস্থা রাখতে পরিচালিত হই।" পিতৃপুরুষ ও নবী, 113-115.